



# গান্ধীনগরের গিফট সিটি-তে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ গিফট সিটিতে ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক স্টক এক্সচেঞ্জ ‘ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ’-এর উদ্বোধনে উপস্থিত

Posted On: 10 JAN 2017 12:00PM by PIB Kolkata

গিফট সিটিতে ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক স্টক এক্সচেঞ্জ ‘ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ’-এর উদ্বোধনে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত। বসন্ত এটি ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান।

আপনারা যেভাবে জানেন, এই প্রকল্পটি ২০০৭ সালে রূপায়ণ শুরু হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল ভারতের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরের অর্থ ও তথ্য-প্রযুক্তি কেন্দ্র গড়ে তোলা, যাতে শুধুমাত্র ভারতের জন্য নয় গোটা বিশ্বের জন্যই পরিষেবা প্রদান করা যায়।

এখনকার মত আমি সেই দিনগুলিতেও যেখানেই যেতাম, আমি সে দেশের প্রথম সারির অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করতাম। সেটা নিউইয়র্ক, লন্ডন, সিঙ্গাপুর, হংকং অথবা আবুধাবি যেখানেই হোক না কেন, আমি তাঁদের মধ্যে অনেককেই পেতাম যারা ভারতীয় বংশোদ্ভূত। অর্থনৈতিক বিশ্ব সম্পর্কে তাঁদের ধারণা সম্পর্কে এবং সেই দেশে তাঁদের অবদানের কথা ভেবে আমি প্রভাবিত হতাম।

আমি ভাবতাম, “আমরা কীভাবে এইসব মেধাবীদের ফিরিয়ে আনতে পারবো এবং সেইসঙ্গে সমগ্র অর্থনৈতিক বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে পারবো?”

গণিতের ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। ভারত দু’ হাজার বছরেরও আগে ‘শূন্য’ এবং ‘দশমিক পদ্ধতি’র ধারণার উদ্ভাবন করেছিল। তথ্য-প্রযুক্তি এবং অর্থনীতি, যেখানে শূন্য-এর জ্ঞান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে, সেখানে ভারত যে এখন সামনের সারিতে রয়েছে তা কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়।

গিফটসিটি যখন ধারণার পর্যায়ে ছিল, তখন আমি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি তখন বহুমুখী ক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে হচ্ছিল। ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিশ্বমানের মেধা আমাদের ছিল, যারা ভারতে ও দেশের বাইরে কর্মরত। তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত ছিল নেতৃত্বের স্থানে। অর্থনীতি দ্রুতগতিতে প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিল। এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার ছিল যে, প্রযুক্তি অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত, অথবা কখনও কখনও একেয়ে “ফিনটেক” নামে ডাকা হয়, তা ভারতের ভবিষ্যত উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতকে কীভাবে এক সুবিবেচক নেতা হিসেবে তৈরি করা যায়, তা নিয়ে আমি বেশ কিছু বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা-পরামর্শ করেছি। এটা পরিষ্কার যে বিশ্বের সমস্তবাজারে লেনদেন করার জন্য আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সুবিধা ও সক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। এইদৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গিফট সিটি’র জন্ম। আমাদের লক্ষ্য ছিল অর্থনীতি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের বিশ্ব মানের মেধাকে বিশ্ব মানের সুবিধা প্রদান করা। আজ এই এক্সচেঞ্জ-এর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আমরা সেই লক্ষ্য পূরণের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকে এসে পৌঁছেছি।

আমি ২০১৩ সালের জুন মাসে একটি বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে গিয়ে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বি.এস.ই. পরিদর্শন করেছি। সে সময় বিশ্বকে পেছনে ফেলে দেওয়া যায় এমন মানের আন্তর্জাতিক স্টক এক্সচেঞ্জ তৈরি করার জন্য আমি বি.এস.ই.-কে আমন্ত্রণ জানাই। ২০১৫ সালে ‘ভাইব্র্যান্ট গুজরাট’ অনুষ্ঠানের সময় তারা গুজরাট সরকারের সঙ্গে একটি মউসাক্ষর করে। আজ আমি এই নতুন ‘ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ’-এর উদ্বোধনে এখানে থাকতে পেরে আনন্দিত। এটা একশ শতকের পরিকাঠামো গড়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গিফটসিটিরই নয়, গোটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক।

আমাকে বলা হয়েছে, এই এক্সচেঞ্জ প্রথম পর্যায়ে ইকুইটি, পণ্য, মুদ্রা এবং সুদের হারের উদ্ভূত বিষয় নিয়ে বাণিজ্য করবে। পরবর্তী পর্যায়ে তা ভারতীয় ও বিদেশি কোম্পানির ইকুইটি ইনস্ট্রুমেন্ট বাণিজ্য করবে। আমাকে বলা হয়েছে, মশলা বস্ত্র ও এখানে বাণিজ্যের জন্য সহজলভ্য হবে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানি এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক অর্থকেন্দ্র থেকে তহবিল তুলতে পারবে। সর্বাধুনিক বাণিজ্য, ক্রিয়ারিং এবং সেটেলমেন্ট পদ্ধতি নিয়ে এই এক্সচেঞ্জ পৃথিবীর দ্রুতগতি সম্পন্ন এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যমণি হয়ে উঠবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভারত এক অসাধারণ সময় মান-মণ্ডলে রয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে, এই এক্সচেঞ্জ দিনে বাইশ ঘণ্টা করে কাজ করবে। সকালে জাপানি মার্কেট শুরু হওয়ার সময় শুরু হবে এবং রাতে আমেরিকার মার্কেট বন্ধ হওয়ার সময় বন্ধ হবে। আমি নিশ্চিত যে, পরিষেবা প্রদানের মানে এবং সময় মান-মণ্ডলের মধ্যে লেনদেনের গতিতে এই এক্সচেঞ্জ এক নতুন মানদণ্ড তৈরি করবে।

এইএক্সচেঞ্জ গিফট সিটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিষেবা কেন্দ্র অর্থাৎআই.এফ.এস.সি.-এর একটি অংশ। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিষেবা কেন্দ্র-এর ধারণা সাধারণহলেও শক্তিশালী। এর লক্ষ্য হচ্ছে বিদেশের প্রযুক্তি ও নিয়ন্ত্রক পরিকাঠামোর সঙ্গেদেশীয় প্রতিভা প্রদান করা। বিদেশের অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতারক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্থাগুলিকে একই মঞ্চে সুযোগ করে দেওয়া এর উদ্দেশ্য। গিফট সিটিআই.এফ.এস.সি. বিশ্বের অন্যান্য যেকোনো প্রথম সারির আন্তর্জাতিক অর্থ কেন্দ্রেরসমতুল্য সুবিধা ও ব্যবস্থাপনা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

ভারতেরমত বিশাল দেশে বিস্তৃত দেশীয় বাজার নিয়ে বিদেশের মত পরিকাঠামো তৈরি করা সহজ কাজনয়। ভারতকে ছোট দেশের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। সেইসব দেশের খুব ছোট আকারের স্থানীয়বাজার থাকে এবং তাই তারা বিশেষভাবে অনুকূল কর ও নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেপারে। বড় আকারের দেশ তা করতে পারে না। ভারতের মত বড় দেশে বিদেশের মত কেন্দ্র গড়েতোলা পরিচালনাগত প্রতিকূলতার জন্ম দেয়। আমি আনন্দিত যে অর্থনিয়ন্ত্রক, রিজার্ভব্যাঙ্ক এবং সেবি (এস.ই.বি.আই.) এই নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা নিয়ে সমাধান খুঁজেপেয়েছে।

দীর্ঘদিনথেকেই এই সমালোচনা রয়েছে যে, ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতেও বর্তমানে বিদেশেপ্রচুর বাণিজ্য হচ্ছে। এটা বলা হচ্ছে যে, কিছু ভারতীয় অর্থনৈতিক বিষয়ের জন্যও ভারতমূল্য নির্ধারক হয়ে উঠতে পারছে না। গিফট সিটি সেইসব বিভিন্ন সমালোচনা প্রশ্নমিতকরবে। কিন্তু গিফট সিটি নিয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত।আমার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, এখন থেকে দশ বছরের মধ্যে গিফট সিটিকে অন্তত বিশ্বের কিছুবৃহত্তর বাণিজ্য বিষয়ে মূল্য নির্ধারক হয়ে উঠতে হবে। সেটা পণ্য, মুদ্রা, ইকুইটি,সুদের হার অথবা অন্য যেকোনো অর্থনৈতিক বিষয়ে হতে পারে।

ভারতকেআগামী কুড়ি বছরে ত্রিশ কোটি নতুন কর্মসংস্থান করতে হবে। এটা একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ।পরিষেবা ক্ষেত্রে দক্ষ এবং ভালো বেতনের কর্মসংস্থানকে এই কর্ম-বিপ্লবের অংশ হতেহবে। ভারতীয় তরুণরা তা করতে পারেন। গিফট সিটির জন্য যে আন্তর্জাতিক সুযোগ আমাদেরতরুণরা পাবেন, তা এদের মধ্য থেকে আরও বেশি অংশকে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যুক্তহওয়া সুনিশ্চিত করবে। আমি দক্ষতাপূর্ণ ও পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক কর্মজীবীতৈরির ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য ভারতীয় কোম্পানি, এক্সচেঞ্জ এবং নিয়মকদের আহ্বানজানাবো। তারা যাতে এই বিশেষ নতুন সিটিতে কাজ শিখতে পারে এবং গোটা বিশ্বকে পরিষেবাপ্রদান করতে পারে। আগামী দশ বছরে আমি আশা করি এই সিটি কয়েক লক্ষ কর্মসংস্থান করবে।

আপনারাজ্যনেত, আমি স্মার্ট সিটির উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত। গিফট সিটি হচ্ছে দেশের সত্যিকারেরপ্রথম সম্পূর্ণ স্মার্ট সিটির ভিত্তি। গিফট সিটি কিভাবে এর মূল পরিকাঠামো তৈরিকরেছে, যার ফলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারছে, তা দেশের একশটিস্মার্ট সিটি বোঝার চেষ্টা করবে। আমি আগেও বলেছি যে, ভারত একটি প্রজন্মের মধ্যেইউন্নত দেশ হয়ে উঠতে পারে। আমাদের স্বপ্নের নতুন ভারত গড়ার জন্য নতুন শহরগুলিগুরুত্বপূর্ণ। যেখানে আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে:

--এক আশ্চর্যবিশ্বাসী ভারত

--এক সমৃদ্ধ ভারত

--এক সর্বাপী ভারত

--আমাদের ভারত

আমি এর মধ্য দিয়ে ‘ইন্ডিয়াইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ’-এর সূচনার ঘোষণা করছি। আমি গিফট সিটি এবং ইন্ডিয়াইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ-এর সমৃদ্ধি কামনা করি।

আপনাদের ধন্যবাদ।

(Release ID: 1480312) Visitor Counter : 3

## Background release reference

প্রকল্পটি ২০০৭ সালে রূপায়ণ শুরু হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল ভারতের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরের অর্থ ও তথ্য-প্রযুক্তি কেন্দ্র গড়ে তোলা

